দৈনিক বাংলা

তারিখ 29 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামে ব্যবসা

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী বর্তমান সরকারের দুটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। তবে এই পদক্ষেপের বাইরেও প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে আরও অনেক কর্মসূচী রয়েছে।

দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। বিদ্যালয়গুলো মুখ্যত দু'ভাগে বিভক্ত— সরকারী এবং বেসরকারী। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা বেতন, ভাতাসহ সকল সুযোগ-সুবিধা সরকারের কাছ থেকে পেয়ে থাকেন। সেদিক থেকে গ্রামবাংলায় এ চাকরিটি বেশ লোভনীয়।

অপর দিকে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। এদের মধ্যে কিছু বিদ্যালয় নিবন্ধীকরণ করা হয়নি। এ ধরনের বিদ্যালয়ের সংখ্যাও কম নয়। এই নিবন্ধীকৃত বিদ্যালয়গুলো আবার দু'ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে বেশ কিছু বিদ্যালয় সরকারের প্রকল্প খাত থেকে আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকে। শিক্ষকদের একটি নির্ধারিত অংকের টাকা মাসিক ভাতা দেয়া হয়। নিবন্ধীকৃত বাকী বিদ্যালয়গুলোতেও সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। অপর দিকে নিবন্ধীকৃত নয় এমন বিদ্যালয় সম্পর্কে সরকারের একটি পরিকল্পনা আছে বলে বলা হয়েছে।

এ ধরনের কার্যক্রম এবং সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে ভিন্ন ক্ষেত্রে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন কোন কোন এলাকায় একটি ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। এ ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন করতে হলে প্রাথমিক পর্যায়ে সকল উদ্যোগ যেন সরকারীভাবেই নিতে হয়। জমি, বাড়ি, টুল-টেবিল, চেয়ার সবকিছুই এই উদ্যোক্তাদের সংগ্রহ করতে হয়। সরকারী বিধিমত সব উদ্যোগ নেয়া হলেই এ ধরনের বিদ্যালয়গুলো নিবন্ধীকরণ করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় আপত্তি করার মত কিছু থাকে না। কিন্তু বিপত্তি দেখা দেয় শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে। এ সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধা আদৌ বিবেচিত হয় না। উদ্যোক্তাদের মধ্যে যারা জমি দেয় বা অর্থ সাহায্য করে তাদের আত্মীয়দের শিক্ষক নিযুক্ত করা বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায়।

এ চিত্র দেশের সর্বত্র। ফলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষার মান আদৌ বৃদ্ধি পায়নি। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো হয়ে দাঁড়িয়েছে এক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান।

আমাদের ধারণা, এ ব্যাপারে জরুরিভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। অনুসন্ধান নিলে দেখা যাবে, দেশের অসংখ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেরাই বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোক্তা এবং নিজেদের গাঁটের পয়সা খরচ করে বিদ্যালয় স্থাপন করে তারা নিজেরাই শিক্ষক হয়েছে। অথবা এরা উদ্যোক্তাদের একান্ত স্বজন বা বিরাট অংকের টাকা দিয়ে নিযুক্তি নিয়েছে। এখানে মেধার প্রশ্ন তুলবারই কোন অবকাশ ছিল না। কারণ মেধাবী হলেই অর্থের মালিক হবে বা উদ্যোক্তাদের স্বজন হয়ে এর কোন নিশ্চয়তা নেই। আর প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থ সংগ্রহ করতে না পারলে বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়ারই প্রশ্ন ওঠে না। তাই চিত্রটি একান্ত ব্যতিক্রমধর্মী। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের এই প্রাথমিক চিত্রটি বিবেচনায় নেবেন আশা করি।